ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী ১৭
জসিম মল্লিক
(পূর্ব প্রকাশের পর)
২৪.

পৃথিবীতে সবচেয়ে জটিল বিষয় কী? কেউ যদি আমাকে এই প্রশ্নটি করে আমি নিদ্বিধায় বলবো সম্পর্ক। অথচ এই জটিল কাজটিই মানুষ সবচেয়ে বেশী যত্ন নিয়ে, সবচেয়ে আবেগ নিয়ে গড়ে তোলে। পৃথিবীতে মানুষ বিচিত্র সব সম্পর্ক তৈরী করে। একজন সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ মহূর্তে আপন হয়ে উঠে। দূরের মানুষকে কাছে টেনে আনে। একে অপরের বুকের স্পন্দন শোনার জন্য কত ব্যাকুল থাকে। প্রেয়সীর উঞ্চ বুকে মুখ রাখার জন্য কত ধুন্ধুমার কান্ড ঘটায় মানুষ। তারপরও সম্পর্ক কখনও সরল রৈখিক পথে চলেনা। এর সরল সমীকরনও কারা যায় না। সম্পর্ক হচ্ছে এক অন্তহীন সমান্তরাল যাত্রা। আমরা সম্পর্ক নিয়ে যত কিছুই করিনা কোনো পৃথিবীতে কোনো সম্পর্কই স্থায়ী না। পৃথিবীতে আসলে কেউ কারো না। প্রতিটা মানুষ ভীষনভাবে একা। এই যে বাবা-মা স্ত্রী সন্তান বন্ধু প্রেয়শী এসবই হচ্ছে এক মায়া, এক ধুধু মরীচিকা। স্টীমার ছেড়ে যাওয়ার পর স্টেশনটি যেমন একা পড়ে থাকে, ধু ধু বালিয়াড়ি, মানুষ হচ্ছে তেমনই একা। কোনো নিঃসঙ্গ একাকী মুহূর্তে নিজের মুখোমুখি হলে তবে বোঝা যায় মানুষ কতটা একা। পার্টি ভেঙ্গে যাওয়ার পর শূন্য বাড়িতে যেমন একা হয়ে যায় মানুষ অথবা সঙ্গম শেষে যেমন নিঃসঙ্গতা আকড়ে ধরে। বেশীরভাগ মানুষ নিজেকে জানে না; জানার চেষ্টাও করে না। ভাবে এইতো জীবন কত সুন্দর, কত মায়ায় ভরা। কত আনন্দের উপকরণ চারদিকে! কত স্তুতি, কত তোষামুদি! বেঁচে থাকা কী ভীষন অর্থপূর্ণ। মানুষ হয়ে জন্ম হয়েছে বলেই পৃথিবী এত বৈচিত্রময়। পশুর অন্তত মানুষের মতো অন্তহীন দুঃখ কষ্ট নেই।

মানুষের জন্মই হয়েছে দুঃখভোগের জন্য। ব্যথা বেদনা, জ্বরা খরা, হাহাকার, হা হুতাশ হচ্ছে মানুষের নিয়তি। সুখ সুখ বলে মানুষ যে এত চেচায়; শেষ পর্যন্ত সুখ নামক সুখ পাখিটা অধরাই থেকে যায়। সম্পর্ক নিয়ে যে এত তড়পায়, এত আর্তনাদ করে, শেষ পর্যন্ত মানুষ কী এসব স্থায়ী রূপ দিতে পারে? এত আবেগ আর তীব্র রিরংসা নিয়ে যে সম্পর্ক তৈরী হয় তা কোনো তাহলে ভেঙ্গে যায়? কেনো স্থায়ী হয় না? দীর্ঘ একত্রিত জীবন কেনো ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় ? কেনো দু'জন মানুষ দ'ুদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় চিরদিনের জন্য? ভেঙ্গে ফেলার জন্যই কি! মানুষ যতই আত্মসুখে সুখে বিভোর হোক, যতই অহং আর ভড়ং নিয়ে থাকুক মানুষ তার নিজের পরিণতি জানেনা।

জানো রানী, আমি অনেক ভালো ভালো সম্পর্ক ভেঙ্গে যেতে দেখেছি। একটানা চল্লিশ বছর একসাথে থাকার পরও ভেঙ্গে গেছে সম্পর্ক। বুঝতে পারেনি একে অপরকে। দ'ুজন অচেনাই রয়ে গেছে পরস্পরের কাছে। মানুষ কত বদলে যায়। সময়ের পলিমাটি পড়ে সম্পর্কগুলো ধুসর হয়ে যায়।

মানুষের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে কি জানো? মানুষ একে অপরকে খুব কমই বোঝে। আমরা দাবী করি যে আমি তাকে বুঝি, কিন্তু আসলে মানুষ নিজেকেই বোঝে না। এজন্যেই পৃথিবীতে সম্পর্ক নিয়ে এত টানাপোড়েন। আমরা কতজনার সাথে গড়ে তুলি সম্পর্ক! মনেকরি আহা কী আনন্দ! কী মধুর সবকিছু! তাকেই মনে হয় স্পেশাল। অন্যদের চেয়ে আলাদা। কিন্তু পরক্ষনেই মনে হয় এ যে অতি সাধারণ! আমিতো একে চাইনি! এই টানাপোড়েন কিছুতেই যায়না, অহর্নিশ সাথে সাথে চলে। কিছুতেই আশা আমাদের ছেড়ে যায় না। আবার গড়ে উঠে সম্পর্ক। আবার ভাঙ্গে। মানুষের মতো এতো আনপ্রেডিক্টেবল প্রানী আর নেই। তাইতো মানুষকে বোঝা যায় না। এই শূন্যতা, এই হাহাকার, এই অন্ধকার নিয়েই জীবন।

অনেক বক্তৃতা করলাম। তুমি কী টায়ার্ড আমার কথা শুনতে শুনতে!

কিছুটা। তবে তোমার কথা অনেকটা ঠিকও বটে। আমি আবেগপ্রবন মানুষ। বেশী কঠিন বাস্তবতা নিতে পারি না। আমার কেনো যেনো মনে হচ্ছে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক টিকবে না।
এটা কেউ বলতে পারে না।
ভালোবাসা কিসের উপর টিকে থাকে বলোতো!
এটা খুব জটিল একটা বিষয়।
আমি যদি তোমার কাছে থেকে দূরে থাকি তাহলে আমার প্রতি তোমার আগ্রহ জন্মাবেনা। আবার যদি বেশী কাছে আসি তাতেও আগ্রহ কমে যাওয়ার আশংকা থাকেবে। তাহলে কোনটা সঠিক! আসলে কি জানো ছেলেদের ধরে রাখা খুব কঠিন কাজ।
প্রথম দিন অনেক রাতে বজলুর বুকে শুয়ে শুয়ে এসব গল্প করছিল ওরা দু'জন।
বজলু বললো, তেমনি মেয়েদের ধরে রাখাও কঠিন কাজ।
শোনো, মেয়েদের তোমরা বোঝেনা বলেই এই কথা বলো। বেশীরভাগ মেয়েরাই চায় তার প্রিয়তমকে চিরদিনের জন্য পেতে। কিন্তু লোভী পুরুষরা সেটা বুঝতে পারে না। তারা কথার যাদু দিয়ে মেয়েদের ঘায়েল করে। তারপর মধু লুটে চলে যায়।
বজলু রানীর বাসায় তিনদিন ছিল। প্রথমদিন রানী যতটা আবেগাপ্লুত ছিল বজলুকে নিয়ে পারবর্তী দু'দিন রানী ছিল খানিকটা নির্লিপ্ত। বজলু তখন এর কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি। রানী যতটা না বজলুকে নিয়ে তারচেয়ে বেশী ওর ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। প্রথমদিন রানী বজলুকে জড়িয়ে অনেক কেঁদেছিল। বজলু ওকে অনেক আদর করেছে। রানী বাধা দেয়নি। বরং রানীই ওকে বার বার আমন্ত্রন করেছে। উন্মত্ত হয়েছিল রানী সে রাতে। সব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল।
বিকেলে ওকে নিয়ে গিয়েছিল ব্লাফার্স পার্কে। সুন্দর জায়গাটা। বজলুর খুব ভালো লেগেছিল। একদিকে উঁচ উঁচু পাহাড়ের মতো আর অন্যদিকে দিগন্তবিস্তৃত লেক। মৃদুমন্দ সমীরন। রানী পড়েছিল অফহোয়াইট রঙের শাড়ি। রানী কাঁদছিল বলেই বজলু একসময় বললো, কোথাও ঘুরিয়ে নিয়ে আসো আমাকে।
ঘরে ফিরে রানীর হাতে রান্না করা খাবার খেলো বজলু। বোঝা যায় রানী ততটা পটু না রান্নায়। কিন্তু সে যথেষ্ঠ আন্তরিকতা নিয়ে সবকিছু করেছে।
এরপর বজলু নিউইয়র্ক ফিরে গিয়ে রানীকে ফোন দিয়েছিল কিন্তু বজলুর সাথে খুবই শীতল আচরণ করেছিল। বজলুর এর কারণটা জানার জন্য বারবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু রানী আরো বেশী অহংকারী আচরণ করেছিল। পরের বছর আবার যখন টরন্টো এসেছিল বজলু তখনও রানীর সাথে দেখা করেছিল। ওর পায়ের কাছে বসেছিল। চুমু খেতে চেয়েছিল। রানী বজলুকে খুবই তাচ্ছিল্য দেখিয়ে ঠেলে দিয়েছিল। ওটাই ছিল ওদের শেষ দেখা। এরপর আর কোনোদিন দেখা হয়নি, কথাও না।
পরে অবশ্য জেনেছে এটাই রানীর স্বভাব। এরকম গন্ডায় গন্ডায় ছেলেবন্ধু ওর আছে। পোষাক বদলের মতোই পুরুষ সঙ্গী বদলায় রানী। এজন্যই ওর সংসার টেকেনি। কথার যাদু দিয়ে বরং রানীই পুরুষ সঙ্গী শিকার করতো। এজন্য রানী মোটেই অনুতপ্ত ছিল না। রানীর কান্নাও আসল ছিল না। পুরুষ সঙ্গীরা রানীর জন্য অনেক কিছু করবে এটাই ও চাইত। ওকে দামী গিফট দেবে, দামী রেষ্টুরেন্টে খাওয়াবে। বজলুর এগুলোতে বোধহয় কিছু ঘাটতি ছিল। তাছাড়া বজলু টাকা দিয়ে কোনো মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে চায়না। ওর বন্ধুত্ব হবে স্বার্থহীন। মুক্ত। ভালোলাগা তৈরী হলে সবটুকু দেয়া যায়। টাকা দিয়ে এমনকি শরীরও কিনতে চায় না বজলু। এজন্য কিছু না হলেও না।
পৃথিবীতে আসলে কেউ কারো না।
২৫.
সে রাতে কামালের বাসা থেকে সীমা এবং প্রদীপ চলে যাওয়ার পর বজলুর নিজেকে কেমন শূন্য মনে হলো। সীমা মেয়েটার জন্য সত্যি ওর একধরনের মায়া জন্মেছে। যেমন রানীর প্রতি আছে বিরক্তি। রানী

ছিল সত্যিকারের লোভী প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু সীমা তা না। সীমা কখনও কিছু চায় নি। এমনকি বজলু কখনও ওকে একটা গিফটও দেয়নি। সীমাই নিতে চাইতো না। ও শুধু বন্ধুত্বই চেয়েছিল। বজলু আসলে সীমার মনই বোঝেনি। ও শুধু সীমার শরীরের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিল। এখন বুঝতে পারছে সীমা কতখানি ওর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বজলুর উপেক্ষাই সীমাকে ওর কাছ থেকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে। বজলুর মনে হলো সীমাকে ও কোনোদিন ভুলতে পারবে না। সীমার সততা আর সরলতা কখনও ভুলে যাওয়ার নয়। এভাবেই বজলু সবকিছু হারায়। সীমা ব্যানার্জীর সাথে আর যদি কখনো দেখা হয় তাহলে মাপ চেয়ে নেবে। বজলু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে সীমা আর কখনও ওকে কাছে টানবে না। প্রদীপ খুব ভালো ছেলে। ওদের জীবন সুন্দর হোক। শুধু একবার করজোরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে বজলু। ও যনো বজলুর উপর কোনো ক্ষোভ না রাখে। সেই সুযোগ কী বজলু পাবে?
কতজনের সাথেইতো জীবনে চলার পথে পরিচয় হয়। কথায় আছে 'পরিচিত হই কোটিক কিন্তু বন্ধু হই গুটিক'। কথাটা সত্যি বটে। কেউই শেষ পর্যন্ত থাকে না। চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মতো এক একটা দৃশ্য আসে আবার চলে যায়। থাকে কিছু স্মৃতির ডালি। স্মৃতি ছাড়া মানুষের আর কিইবা আছে। সব স্মৃতি সুখের হয় না এই যা।
সেই যে বাংলাদেশে লঞ্চে দেখা হয়েছিল স্বর্ণার সাথে! কী অদ্ভুত মেয়ে ছিল স্বর্ণা। সেই রাতে কী ব্যাকুল ছিল বজলুর কাছে আসার জন্য! পরে অদ্ভুতভাবে হারিয়ে গেলো। মিলাই কিছু কম করেছিল ওকে নিয়ে! সেই মিলাও কত বদলে গেছে। কক্সবাজারে দেখা হয়েছিল সুরাইয়ার সাথে। কী মিষ্টি মেয়ে। শুধু ঘার নারতো। ওই ভঙ্গিটাই বজলুকে পাগল করে দিয়েছিল। সেই রাতে খিলগাঁওয়ের বাসার ছাদে একবার শুধু সুরাইয়ার হাত ধরতে চেয়েছিল কিন্তু সুরাইয়া রাজী হয় নি। রূপাতো রীতমতো অপমানই করলো। রূপা আর রানী প্রায় একই চরিত্রের। নিউইয়র্কের রোমান্টিক লেখিকা কনাও ঝড়ের মতো এসেছিল। একমাত্র শিলাই বজলুতে বুঝতে পেরেছে। শিলা একদম অন্যরকম। শিলার সাথে আর কারো মেলে না। শিলার কথা মনে পরতেই মনটা কেমন আদ্র হয়ে উঠলো। অনেক দিন শিলার সাথে যোগাযোগ হয় না। বজলু এটা নিশ্চিতভাবে বুঝেছে যে এই দুর প্রবাসে ওর ভাগ্যে আর যাই হোক শিলার মতো মেয়ে জুটবে না। শিলা যদি রাজী থাকে তাহলে শিলাকেই বিয়ে করবে বজলু। শিলা কী রাজী হবে?
আরও একজনে কথা খুব মনে পড়ছে, সেও বজলুর সাথে খুব অদ্ভুৎ আচরন করেছিল। বজলুকে সে অনেক দিয়েছিল। ভালোবাসা, রোমাঞ্চ, যন্ত্রনা, উপেক্ষা। তার নাম ছিল নিরোলা। নিরোলার সাথে দেখা হয় একটা কমিউনিটির পিকনিকে। ভার্জিনিয়ার মনেরাম পরিবেশে পিকনিকি হচ্ছিল। ছেলে মেয়েরা খেলছিল। নিরোলাও মেতে উঠেছিল বাচ্চাদের সাথে খেলায়। বজলু গিয়েছিল নিউইয়র্ক থেকে। নিরোলাও। সাব্বির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল নিরোলার সাথে। নিরোলা প্রথম দর্শনেই বজলুকে খুবই আকৃষ্ট করলো। নিরোলার কাছ থেকে ওর ফোন নম্বর চেয়ে নিয়েছিল বজলু। নিরোলার প্রথমই যে জিনিসটি আকৃষ্ট করেছিল বজলুকে তা হচ্ছে নিরোলার চোখ আর তার বক্ষদ্বয়। খুবই আকর্ষনীয় তার বক্ষযুগল। একটু উদ্ধত বলা যায়। সুন্দর বক্ষ বজলুকে এক ধরণের স্বর্গীয় অনুভূতি দেয়। নিরোলার বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে।
নিউউয়র্ক ফিরে কয়েকদিন গ্যাপে নিরোলাকে ফোন দিল। মনখুলে কথা হলো। বেশ কয়েকদিন ফোনে কথা বলে একধরনের সহজ সম্পর্ক হয়ে গেলো। নিরোলা থাকে কুইন্সে। উডসাইডে ওর বাসা। কাছাকাছি একটা চার্চের কাছে যেতে বললো একদিন। (চলবে)

জসিম মল্লিকঃ সাহিত্যিক, সাংবাদিক
jasim.mallik@gmail.com